প্রশ্ন:- জাতীয় শক্তি কাকে বলে? এর উপাদান নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে লেখ।

IV(I)

জাতীয় শক্তির অর্থ ও উপাদান

জাতীয় শক্তি কি?

'শক্তি' আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল কথা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটাই এর উপরই নির্ভর করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হোল শক্তি অর্জনের অধিকার। জাতীয় শক্তি রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র, তবু রাষ্ট্রের সাথে এটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অনেক সময় আমরা রাষ্ট্রকেই শক্তি বলি যেমন Great power বা বৃহৎ শক্তি। নিজের স্বার্থ ও নীতি অনুযায়ী অন্য রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাকেই আমরা জাতীয় শক্তি' বলি। জর্জ সোয়ারজেনবার্গার শক্তি কে 'capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in case of non-compliance" বলেছেন। কেবল মাত্র সামরিক শক্তিই নয়, অর্থনৈতিক সাহায্য বা চাপ, রাজনৈতিক সমর্থন বা বিরোধিতা ইত্যাদি নানা-ভাবে অন্য রাষ্ট্রের নীতিকে প্রভাবিত করা যায়। সামরিক শক্তি, জাতীয় মনোবল কে প্রভাবিত করা এগুলি জাতীয় শক্তির অংশ। মাধ্যমে জনমত কে প্রভাবিত করা পরস্পর, পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। Carr এর মতে "in its essence, power is an indivisible whole."

Organski র মতে কোন জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হোল শক্তি। কারণ কোন জাতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করবে তার অন্যতম প্রধান নির্ধারক হল শক্তি। Frankel র মতে সকল রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাই প্রয়োগ এবং অর্জনের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার উপস্থিতি দেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতির তুলনায় অনেক বেশি অদ্ভুত হয়। এই কারণেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অনেক সময় 'শক্তির রাজনীতি' বা power politics বলা হয়।

Morganthau র মতে জাতির শক্তি বা জাতীয় শক্তি বলতে এক জাতির মন ও কাজের উপর অন্য জাতির শক্তি বোঝায়। Organski র মতে, শক্তি বলতে বস্তুকে বোঝায় না। শক্তি হোল একটি সম্পর্ক বিশেষ। শক্তি হোল কোন ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। Organski র মতে শক্তি সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব নেই। কেন্দ্র এর ধারণা হোল প্রত্যাশিত ফল লাভ করার সামর্থ্য। Frankel র মতে বিভিন্ন অর্থে শক্তি' প্রয়োগ করা হয়। গণিত শাস্ত্রে এই শব্দটি বিশেষ অর্থজ্ঞাপক। পদার্থবিদ্যায় এর অর্থ হোল স্থানান্তর করণ। সামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিকে সম্পর্কের ঘটনাক্রমে বর্ণনা করা হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভব।

Columbis এবং Wolfe এর মতে শক্তির ক্রমবৃদ্ধি অর্থনীতি যেমন সম্পদ রাজনীতিতে তেমনি শক্তি। শক্তি দ্বারা রাজনীতিতে একাধিপত্য থেকে বঞ্চিত হলে শক্তি হল নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক। তবে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ একার্থ নয়। শক্তির পরিধি অনেক ব্যাপক।

Scanned with CamScanner

শক্তিকে অনেক সময় প্রভাবের সমার্থক এবং শব্দ হিসেবে প্রভাবের সাথে একত্রে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজে প্রবৃত্ত করা কিন্তু শক্তির সঙ্গে নীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন উপায়ের প্রতিরোধ বা শাস্তি ভয়ের ভয় জড়িত থাকে। তাই Columbis ও Wolfe এর মতে শক্তি প্রভাব ও বলপ্রয়োগের মধ্যবর্তী এবং সমন্বয়কারী ধারণা।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে সামর্থ্যের সমার্থক মর্যাদা দেওয়া হয়। Frankel এর মতে সামর্থ্যকে বহু ক্ষেত্রে জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের সেই সকল বৈষম্য ও বৈষম্যহীন বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য করা হয় যা সাহায্যে কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

জাতীয় শক্তি বলতে কেবল অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রাকৃতিক সম্পদ বা লোকবলই নয় এটি অনেক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। তবে কোন পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো উপাদান জাতীয় শক্তির দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর্থিক মানদণ্ডের শক্তি প্রাধান্য অর্জন করেছে। কোনো শতাব্দীতে কৃষিজাত দ্রব্য এই উপাদান। তবে অনেকে মনে করেন যে অর্থনৈতিক উপাদানই হলো শক্তির প্রধান উৎস কারণ সামরিক প্রযুক্তি, সেনাবাহিনী, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সব কিছুই নির্ভর ~~করে~~ অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো যে অনেক সময়ই লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন দেশকে বৃহৎ শক্তি, মাঝারি শক্তি, ক্ষুদ্র শক্তি এবং মহাশক্তিধর হিসাবে ভেদ করা যায়। সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের ভিন্নতা প্রকট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শক্তি ও সামর্থ্য বহুমাত্রিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যেমনে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমন্বিত শক্তি ও সমকক্ষ হতে পারেনি। যাতে এমন সব আনুষঙ্গিক অঙ্গ রয়েছে যা অন্য রাষ্ট্রকে দ্বিতীয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত।

উপাদান

জাতীয় শক্তির সাথে অনেক উপাদান জড়িত থাকে সামর্থ্য বলা হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে শক্তির সকল উপাদানকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগালে কোন রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়না। কোন রাষ্ট্রের শক্তির প্রকৃত মানদণ্ড হলো তার সক্রিয় কার্যক্ষমতা।

শক্তির উপাদানের আলোচনা পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যেমন এক রাষ্ট্রের শক্তির সকল উপাদান অন্য রাষ্ট্রের শক্তির সকল উপাদানের সাথে জড়িত কোন একটি নির্দিষ্ট উপাদানের মাধ্যমে শক্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়না, রাষ্ট্রের শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদান বা সামর্থ্যের ভূমিকা থাকে, কোন রাষ্ট্রের শক্তির উপাদান সমূহ কম বা বেশি হওয়ার কারণে প্রভাব করা যায়। বর্তমানে সমগ্র মানবজাতি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

বিশ্বে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিবর্তন ঘটেছে। শক্তির উপাদানের আলোচনায় প্রযুক্তির দিকটি ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর্থিক যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি চলেছে। শক্তির উপাদানের আলোচনায় যেন কেবল অর্থনৈতিক সম্পত্তি-সম্পদের পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করলে চলবে না। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য হিসাব ও করা দরকার। তাদের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান এবং আনুমানিক হিসাবের তুলনামূলক আলোচনা করাও প্রয়োজন।

জাতীয় শক্তির নির্ধারক উপাদানগুলিকে organic এবং শক্তির সাম্প্রতিক নির্ধারণকারী প্রভৃতি নির্ধারণকারী প্রভৃতি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন যথা। তিনি ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক কাঠামো এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসের প্রকৃতিকে স্থায়ী নির্ধারণকারী বলেছেন। কৃষিনৈতিক পশ্চাৎপদ প্রচারকে রাষ্ট্রের পারস্পরিক ক্ষতিসাধন ও কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ড্যানজাইকি শক্তির বারোটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন - (১) ভৌগোলিক স্থিতি, (২) জনসংখ্যা, (৩) উৎপাদন-ক্ষমতা, (৪) খাদ্যসংস্থান ও যোগাযোগ, (৫) বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, (৬) সরকারী সংগঠন ও প্রশাসন, (৭) অর্থনৈতিক-তন্ত্র (৮) সামরিক সংগঠন (৯) জ্ঞান-মানবিক, (১০) জাতীয় গুরুত্বের বিভাগ, (১১) সামরিক-তন্ত্রের ক্ষমতা (১২) নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা। Columbis ও Wolfe এর মতে জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পগত সামর্থ্য, কৃষিগত শক্তি, সামরিক শক্তি ও সংগঠন প্রভৃতি বাস্তব উপাদান এবং নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলা, সরকারের ধরন, সুনাম, বৈদেশিক সমর্থন ও নির্ভরশীলতা প্রভৃতি অবাস্তব উপাদানকে উল্লেখ করেছেন। মর্গেন্থাউ ও পারকিন্স এর মতে ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, মতাদর্শ, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বকে জাতীয় শক্তির উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মর্গেন্থাউ ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পগত সামর্থ্য, সামরিক প্রস্তুতি, জনসংখ্যা, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় আত্মবিশ্বাস, কূটনীতি এবং সরকারের প্রকৃতি কে জাতীয় শক্তির উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন। Frankel জাতীয় শক্তিকে স্থায়ী অনাহরণযোগ্য উপাদান ভাগ করেছেন - এই উপাদানগুলি হলো জনসংখ্যা, ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক, সংগঠনিক মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক-সামরিক ভৌগোলিক উপাদান।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জাতীয় শক্তির উপাদানগুলিকে নিম্নে ভাগ করা যায় যথা (১) ভৌগোলিক (২) জনসংখ্যা (৩) অর্থনৈতিক বিকাশ (৪) রাজনৈতিক কাঠামো (৫) নেতৃত্ব (৬) কূটনীতি (৭) জাতীয় আত্মবিশ্বাস, নৈতিক শক্তি ও জাতীয়

চরিত্র (ক) ~~দৃষ্টিভঙ্গি~~ (খ) প্রতিরক্ষা বাহিনী (গ) সামরিক উপাদান (ঘ) মর্যাদা (ঙ) রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান ইত্যাদি।

(১) ভূগোল

ভূগোলের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে মরগেনথাউ মন্তব্য করেছেন যে, সর্বাপেক্ষা যে স্থায়ী উপাদানের উপর কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ভর করে, সে উপাদান হোল ভূগোল। ভূগোলের গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনা কোন দেশের অবস্থান, আয়তন, ভূপ্রকৃতিগত বিন্যাস, অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। কোন দেশের অবস্থান রাজনীতি, সামরিক শক্তি, প্রতিরক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কূটকৌশলকে প্রভাবিত করে। কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে সেই দেশ একটি সার্বভৌম শক্তি বা স্বাধীন সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রক্ষা করতে কিংবা অবস্থান কোন দেশের সামরিক এবং নিরাপত্তাকে গুরুত্বের প্রভাবিত করে। কোন দেশের অবস্থান তার অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। কোন দেশের ভৌগোলিক উপাদানের উপর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার স্থান এবং ভূমিকা নির্ভরশীল। কোন দেশ কতটা ভূ-তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণে করে তার উপর তার ক্ষমতা নির্ভরশীল। আয়তন প্রসঙ্গত, বিশাল ভূ-ভাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে (কাঁচামাল) আত্মনির্ভরতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের সন্তোষের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিশাল ভূ-ভাগ সামরিকদিক থেকে একটি বড় সমস্যা সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, দেশের আয়তন বড় হোলে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কেন্দ্রকে সীমান্ত এলাকা থেকে বহুদূরে স্থাপন করা যায়। চতুর্থত, আয়তন বিশাল হলে বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষে সেই দেশ অধিকার করে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা একটুও হয়ে ওঠে। আয়তন ও শক্তির সম্পর্কে, যেমন শক্তি আয়তনকে নির্ধারণ করে; বা আয়তন শক্তিকে — এ নিয়ে বিতর্ক আছে। জনসংখ্যা ভৌগোলিক উপাদানের একটি অংশ। বহু লেখকের মতে কোন দেশকে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে হলে তাকে অবশ্যই গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অধিকারে আনতে হবে। জনসংখ্যার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব, দক্ষতা, জনসংখ্যা, উৎপাদন, বৃদ্ধির হার ইত্যাদি নির্ভর করে।

(২) ~~অবস্থান~~ সম্পদ

জাতীয় শক্তিরূপে সম্পদের দুটি দিক আছে যথা মানবিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। মানবিক সম্পদ বলতে কোন দেশের জনসংখ্যার গুণ এবং উৎপাদনশীলতাকে বোঝায়। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মানবিক সম্পদের গুরুত্ব খুব বেশি বলা হয়।

Scanned with CamScanner

কোন দেশের জাতীয় শক্তি ও সামর্থ্য, সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে খনিজ-সম্পদ, বন সম্পদ, বন্যপ্রাণী, জলবায়ু উর্বরতা প্রভৃতি কে বোঝায় আমরা ও পার্থিব জ্ঞানের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রকৃতি সৃষ্ট এমন উপাদানকে বোঝায় যা মানুষ কে বোঝায়।

(৩) অর্থনৈতিক বিকাশ

কোন জাতির শক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হোল তার অর্থনৈতিক গঠন; সংগঠন এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা। আধুনিক জগতে শিল্পায়নের ধারা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক আধারভিত্তিরূপে কাজ করে। আধুনিক যুগে কোন দেশই শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ব্যতীত জাতীয় জীবনের উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে না। তবে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা, শিল্পায়ন ও শিল্পের প্রসারের মাত্রা, জাতীয় উৎপাদন-জীবনের উন্নতি হয়, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদিকে উল্লেখ করেছেন।

(৪) রাজনৈতিক কাঠামো

শক্তির উপাদানের অন্তর্ভুক্ত এর প্রকারে সাহায্য করে না, এ উপাদানসমূহকে একত্রিত করে প্রয়োগ করা যেমন বা করার করে। বিভিন্নভাবে জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে এর ভূমিকা পালন করে। সরকার গঠন এর অর্থ সেই সুষ্ঠু সরকারের গৃহীত পররাষ্ট্র নীতি প্রয়োগ করা হয়। সুষ্ঠু সরকারের মাধ্যমেই তাঁর মতে তিনটি আছে যথা সম্পদ এবং নীতির মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন, বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পালনের চেষ্টা করা। সরকারের পরিবর্তন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকার ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটায়। জার্মানিতে নাৎসিদল ক্ষমতায় আসা এবং চীন, রাশিয়া সোভিয়েত বিপ্লবের ফল। সরকারের প্রকৃতির উপর এর শক্তি ও সমর্থক নির্ভর করে। যেমন গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকে, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার তাদের কর্মসূচিকে প্রতিফলিত থাকেনা। সরকারের ফলে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও বিশেষভাবে আছে কারণ সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ ছাড়া সরকার কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে না।

(৫) নেতৃত্ব

সমাজ দক্ষ এবং কার্যকর নেতৃত্ব ছাড়া অন্যান্য উপাদানকে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের দক্ষতা ও সাফল্যের মাত্রার মধ্যে তারতম্য হল বিদেশের বিভিন্ন দেশের উন্নতির মাত্রা ও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে যতই ক্ষমতা থাক না কেন, অন্যান্য উপাদান যদি থাকে দুর্বল বা অসমর্থিত নাহয়।

Scanned with CamScanner

(৬) কূটনীতি

Morgenthau বলেছেন "Diplomacy, one might say, is the brains of national power as national morale is its soul". অর্থাৎ কূটনীতি হলো জাতীয় ক্ষমতার মস্তিষ্কের মতো, আর জাতীয় আত্মবিশ্বাস হলো তার আত্মা। তিনি ঐতিহাসিক দিক থেকে জাতীয় শক্তির উপাদানগুলির সঠিক মূল্যায়ন করেন এবং কূটনীতি যে শিল্পায়ন বাস্তব কূটনৈতিক দিক থেকে সাফল্য অর্জন না করে থাকলে অন্যান্য উপাদানগুলি কখনো প্রতিফলন হতে পারে না। তাই কূটনীতি পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে।

(৭) জাতীয় আত্মবিশ্বাস (morale), নৈতিক শক্তি ও জাতীয় চরিত্র

জাতীয় আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তি নির্ভরশীল জাতীয় সংগঠনের প্রতি আনুগত্য, অনুপ্রাণিত সংহতি এবং জাতীয় চরিত্রের উপর। যুদ্ধ ও কূটনৈতিক সফল পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থনের মাধ্যমে জাতীয় ক্ষমতার প্রকাশে সাহায্য করে। কোন জাতি আত্মবিশ্বাসের চাপাচাপে দুর্বল হলে এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন হলে সেই জাতির বাস্তব নিজের সামর্থ্য ও শক্তি প্রতিফলন করতে পারে না।

(৮) প্রতিরক্ষা বাহিনী

জাতীয় শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী। স্থলভাগ এবং সমুদ্রগামী দিক। আধুনিক যুগে কোন রাষ্ট্র সামরিক এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দিক থেকে শক্তিশালী না হলে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল মনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সাম্প্রতিক বিশ্বে আর্থিক সাড়ে বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে Joseph Frankel বলেছেন যে এর তিনটি আকার রয়েছে (i) সামরিক বাহিনী বৃদ্ধি উন্নতি প্রদর্শন করে অন্যদের আক্রমণাত্মক শিল্পায়ন থেকে নিজ রাষ্ট্রের সমর্থন, II নৌ, স্থল এবং বিমান বাহিনীসহ সামরিক প্রতিরক্ষা - রাষ্ট্র এবং III সামরিক রণনীতির তত্ত্ব।

(৯) সামাজিক উপাদান

সামাজিক উপাদানের মধ্যে প্রধানত জাতি, বর্ণ, ভাষা উপাদান রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন দেশের জনগণ যদি একই বর্ণ ও ভাষাভাষী হয়, তাহলে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় লক্ষ্য পূরণের কর্মসূচী গ্রহণ সহজ হয়। গ্রেট ব্রিটেন ও U.S.A. আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য একজাতি বিশুদ্ধ কারণে হয় কিন্তু যখন Racial Segregation বা বর্ণ-বিভেদ নীতি জাতীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে।

(১০) মর্যাদা

আমাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মর্যাদার ভিত্তি গড়ে ওঠে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা ব্যক্তি - জনগণ তার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার উপরেই

Scanned with CamScanner

সাংবিধানিক রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা নির্ভরশীল। যে মর্যাদার সঙ্গে দেশের আয়তন, অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত জীবন ও জড়িত। তবে জাতীয় মর্যাদার ধারণা পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিভিন্ন সময়ে তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যেমন জাতীয় মর্যাদার নির্দিষ্ট রূপ বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থা গুলোর কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক সাহায্য উৎসাহদানের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জাতীয় অগ্রগতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রাচুর্য, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান, অন্য দেশকে অর্থনৈতিক ঋণ ও সাহায্যদানের ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক বিরোধের মধ্যস্থতা এবং শান্তিরক্ষার ভূমিকা গ্রহণের দক্ষতা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

(২) রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবস্থান ও তার মর্যাদা নির্ধারণে সাহায্য করে। কোন রাষ্ট্র সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অধিক হতে পারে, অন্যদিকে কোন রাষ্ট্র কোন নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে পারে। কোন রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরশীলতার এবং অধিক পররাষ্ট্র-নীতির মাধ্যমে উপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থান ও অবস্থান নির্ধারিত হয়। কোন রাষ্ট্র হয়ত রাষ্ট্রের মর্যাদা কোন কারণে ও সামরিক, অর্থনৈতিক, বা অন্য কোন কারণের জন্য তাদের অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটি পদ্ধতি হলো সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করা। আর একটি পদ্ধতি হলো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা।

উপসংহার

জাতীয় শক্তির বিভিন্ন নির্ধারকের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বশেষে উল্লেখ প্রয়োজন যে জাতীয় শক্তির কোন নির্ধারকই স্বতন্ত্রভাবে নিজ প্রভাবে বেশি ক্ষমতা দিতে পারে না। এক নির্ধারকের কোন পরিবর্তন অন্যান্য নির্ধারকের উপরে ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সুতরাং জাতীয় শক্তির সকল নির্ধারক পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে যে আবদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবিত হলে জাতীয় শক্তির বিভিন্ন পারস্পরিক প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন সম্ভব।

Scanned with CamScanner